ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫১৭৮
আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৩তম পর্ব
প্যারাকুয়েট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রতিমা দাসকে ১ লক্ষ টাকা সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

আইনের উর্দ্ধে গিয়ে সরকার কোন কিছু করতে চায় না। স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষকে সহায়তা করার মধ্য দিয়েই রাজ্য সরকার এগিয়ে যেতে চায়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। বিশেষ প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের আগে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়াও প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন না হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের প্রবনতা কমাতে হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৩-তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা সহায়তা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন আসা মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা জনিত ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থী মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। গন্ডাতুইসা মহকুমার মায়াকুমার পাড়া থেকে আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল খগেশ্বর ত্রিপুরা এসেছেন তার স্ত্রীর জটিল মানসিক রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। অর্থের অভাবে খগেশ্বর ত্রিপুরার স্ত্রীর চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছিলনা। মুখ্যমন্ত্রী খগেশ্বর ত্রিপুরার কথা শুনে তার স্ত্রীকে কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন এবং খগেশ্বর ত্রিপুরাকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেন। ধলাই জেলার সালেমা ব্লকের ডাবপাড়া থেকে আরতি নমঃ স্বামীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তায় এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার জলাবাসার সুলেখা দাস স্বামীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সাথে সাথে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন এবং সুলেখা দাসের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁর ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। আগরতলার পূর্ব প্রতাপগড় থেকে প্রতিমা দাস এসেছেন ছেলের প্যারাকুয়েট বিষক্রিয়া জনিত কারণে জটিল রোগের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিমা দাসের কথা শুনে সাথে সাথে ছেলের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা সহায়তার আশ্বাস দেন। এছাড়া আগরতলার রণজিৎনগর থেকে প্রাণেশ রায় ছেলের জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তায় ও বিদ্যাসাগর পাড়া থেকে বাপন সাহা নিজের কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য প্রত্যাশা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের কথা শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত বিনামূল্যে তাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা, অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

******